তুরস্কের কূটনৈতিক সহায়তায় শহিদুল আলমকে মুক্ত করার প্রয়াস

সংগৃহীত ছবি

ইসরায়েলের কারাগারে আটক আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে মুক্ত করতে তুরস্কের সহায়তায় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। আজই তাকে আঙ্কারায় নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে, যদিও চূড়ান্ত নিশ্চয়তা এখনও পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলের কারাগারে আটক বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য তুরস্কের সহায়তায় জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সরকারি বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, তুরস্ক সরকারের সহযোগিতায় শহিদুল আলমের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা চলছে। তুর্কি কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে, শুক্রবারের মধ্যেই বিশেষ বিমানে তাকে আঙ্কারায় নেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে এখনো শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না।

আঙ্কারায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমানুল হক জানিয়েছেন, “তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আমাদের দূতাবাসের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ চলছে। আমরা আশাবাদী, খুব শিগগিরই ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।”

সরকারি সূত্র জানায়, শহিদুল আলমকে আটক করার পরপরই বাংলাদেশ সরকার জর্ডান, মিশর ও তুরস্কে অবস্থিত দূতাবাসগুলোকে সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত মুক্তির উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেয়। দূতাবাসগুলো ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে।

উল্লেখ্য, গত ৮ অক্টোবর গাজা অভিমুখী মানবিক সহায়তা জাহাজ কনসায়েন্স আটক করে ইসরায়েলি বাহিনী। ‘ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন’-এর এই জাহাজে ছিলেন ৯৩ জন আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মী, যাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের আলোকচিত্রী শহিদুল আলমও।